199

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 OCT 1998

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি প্রশাসনিক ভবনে ফ্রী স্টাইলে কাজ ॥ অরাজক পরিস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ চলছে নিজস্ব স্টাইলে। অফিসগুলোতে চরম অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। মাস তিনেক আগে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শোকজ নোটিস প্রদান করলেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। সেই থেকে অনিয়ম বেড়েছে আরও বহুগুণ। রেজিস্টার বিল্ডিং-এ কয়েকটি কক্ষ অফিস টাইমে খোলা থাকলেও এসব রুমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাওয়া দুষ্কর বলে কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভবনে শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন। এদের মধ্যে ৪০/৫০ জন নিয়মিত অফিসে কাজ করেন। আট-দশ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্তরিকভাবে কাজ করেন। পক্ষান্তরে ৪০/৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নামে মাত্র কাজ করেন। এদের অধিকাংশ অফিস খোলা রেখে বাইরে কাজে যান কিংবা কর্মচারী ইউনিয়নের কাজ করেন। যাঁরা অফিসে থাকেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় কাটান গল্প করে। ছাত্ররা কোন কাজে গেলে তাদের পাত্তা দেয়া হয় না। বরং 'আজকে হবে না আগামীকাল আসেন'— এমন কথাই বেশিরভাগ সময় শোনা যায়। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিন ঘটে সবচেয়ে মজার ব্যাপার। এই দিনে অনেকে সকালে ১০টার জায়গায় অফিসে আসেন এগারোটায়। আবার যাবার বেলা একটার পরিবর্তে বারোটার সময় বেরিয়ে যান। সবচেয়ে বেশি অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে ১২৪ নম্বর কক্ষ, ৩০৮ নম্বর কক্ষ ও দোতলার তিনটি কক্ষের বিরুদ্ধে। এছাড়া আরও কয়েকটি কক্ষ রয়েছে যেখানে কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে ছাত্ররা ভাল ব্যবহার পায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অর্থনীতি বিভাগের প্রথমবর্ষের এক ছাত্র জানিয়েছে, কয়েকটি রুমে গিয়ে পিয়নের হাতে পাঁচ-দশ টাকা ধরিয়ে দিলে কাজ তাড়াতাড়ি হয়, নতুবা কমপক্ষে সপ্তাহখানেক ঘুরতে হয়। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের ক্ষেত্রে কিছু দেয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অফিসে ঘটে বলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্ষের কয়েকজন ছাত্র জানিয়েছেন। একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছে, ইউনিয়ন ব্যবস্থার কারণে অনেকে কাজ করেন না নিজের ইচ্ছামতো চলেন, খামখেয়ালিপনা করেন। এ প্রসঙ্গে একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের আরও অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য নিয়ম করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত কাজে বাধ্য করা উচিত।